9/৩/2000

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ......
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৫....

প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে চাকরিচ্যুত চবি শিক্ষককে ৬ বছর পর পুনর্বহালের নির্দেশ ॥ ক্যাম্পাসে তীব্র অসন্তোষ

চবি সংবাদদাতা ॥ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ন্যক্কারজনক অপরাধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরিচ্যুত জামায়াতপন্থী শিক্ষক ড. জহুরুল হককে প্রায় ৬ বছর পর স্বপদে পুনর্বহালের নির্দেশ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। এ ঘটনায় শিক্ষকমহল হতবাক। ক্যাম্পাসে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ড. জহুরুল হক চবিতে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু দাফতরিক দলিলাদির অভাব ও নিয়ম বহির্ভূত হওয়ায় তিনি যোগদান করতে পারেননি। নজিরবিহীন এ ঘটনা নিয়ে চবি শিক্ষক সমিতি আন্দোলনে যাবার চিন্তা করছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের তৎকালীন প্রফেসর ড. জহুরুল হক ১৯৯৫ সালের বিবিএ ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সদস্য ছিলেন। সে বছর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জের ধরে বাণিজ্য অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা বাতিল ও নতুনভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়। এ ঘটনায় সুদীর্ঘ তদন্তের পর প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য সরাসরি ড. জহুরুল হককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এছাড়া কয়েক কর্মচারীও অভিযুক্ত হন। ফলে সিন্ডিকেটের এক সভায় সর্বসম্মতভাবে ড. জহুরুল হককে চাকরিচ্যুত ও অভিযুক্ত অন্যদের বিভিন্ন শাস্তি দেয়া হয়। সূত্র জানায়, চবি থেকে চাকরিচ্যুত হয়ে ড. জহুরুল হক ঢাকাস্থ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব প্যাসিফিকে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু চবিতে তাঁর ন্যক্কারজনক কেলেঙ্কারির জন্য ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট মহলের আপত্তির কারণে সেখানেও তাঁর স্থান হয়নি। বিগত সরকারের আমলে দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়েও ড. জহুর কোন ফল পাননি। এভাবে ইতোমধ্যে ৬ বছর কেটে গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সম্প্রতি সরকারের ঢালাও রদবদলের ধারায় শিক্ষামন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত হন ড. জহুরুল হকের ঘনিষ্ঠ আমলা। সে সুবাদে ড. জহুরুল হক নির্বাচিত সরকার আসার আগেই তাঁর মতলব হাসিলে তৎপর হন। জানা গেছে, চেষ্টা তদ্বিরের জোরে চ্যান্সেলর তাঁকে স্বপদে পুনর্বহালের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বুধবার এ সংক্রান্ত একটি ফ্যাক্স চবিতে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার স্বয়ং ড. জহুরুল হক চবিতে হাজির হন। প্রায় ৬ বছর পর তাঁর আবির্ভাব দেখে সকলেই অবাক হন। তাঁর আগমনের হেতু জানতে পেরে শিক্ষকবৃন্দ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। একাধিক সিনিয়র শিক্ষক জনকণ্ঠকে জানান, দুর্নীতির জন্য চাকরিচ্যুত কাউকে পুনর্বহাল মানে দুর্নীতিকেই পুনর্প্রতিষ্ঠা করা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য তিনি চাকরিচ্যুত হন। এখন তিনি যদি আবার পুনর্বাসিত হন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছেলেখেলায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এছাড়া চ্যান্সেলর সরাসরি পুনর্বহালের নির্দেশ দিতে পারেন না। কেবল ভার্সিটির সিন্ডিকেটই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব ও চবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী জানান, এ ঘটনা শিক্ষকদের হতবাক ও বিক্ষুব্ধ করেছে। প্রকৃত রহস্য জেনে শিক্ষক সমিতি উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। উল্লেখ্য, সাদাদলের জামায়াতপন্থী শিক্ষক ড. জহুরুল হক বিএনপি প্রশাসনের আমলেই উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে চাকরিচ্যুত হন। সে সময় চাকরিচ্যুত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক লতিফ খান সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ নিয়েও পুনর্বহাল হতে পারেননি। চবি সিন্ডিকেট প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও গ্রাহ্য করতে অপারগতা প্রকাশ করে।